পক্ষতা

- অনুমাতা অনুমান গঠন করেন সাধ্যের নিশ্চিত জ্ঞান লাভের জন্য। তিনি তা করেন ব্যাপ্তি জ্ঞানের ভিত্তিতে পক্ষের সহিত সাধ্যের সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। পক্ষে হেতুর বিদ্যমানতা জ্ঞানকে পক্ষধর্মতা জ্ঞান বলে। হেতু ও সাধ্যের নিয়ত অবাভিচারী অনৌপাধিক সম্পর্কের জ্ঞানকে ব্যাপ্তি জ্ঞান বলে। এই পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান যোগ করলে হয় পরামর্শ জ্ঞান। আর অন্নংভট্টের মতে এই পরামর্শ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমিতি বলে (পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি)।

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- কিন্তু তর্কদীপিকাতের অন্নংভট্ট এই লক্ষণের বিরুদ্ধে একটি আপত্তি উত্থাপন করে তার সমাধান করেছেন। অনুমিতির এই লক্ষণের লক্ষ্যস্থল হল যাবতীয় বৈধ অনুমিতি। কিন্তু লক্ষণটি লক্ষ্য অতিরিক্ত সংশয়ের পরে যে প্রত্যক্ষ (সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষ) তাতে চলে যায়। ফলে লক্ষ্য অতিরিক্ত স্থলে লক্ষণ চলে যাওয়ায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।(ননু সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অতিব্যাপ্তিঃ)।

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- বিষয়টিকে সহজ ব্যাখ্যার দ্বারা সহজে অনুধাবন করা যেতে পারে। একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞানকে সংশয় বলে (একস্মিন ধর্ম্মিনি বিরুদ্ধ নানা-ধর্ম্ম-বৈশিষ্ট্যাবগাহি জ্ঞানং সংশয়ঃ)। ধরা যাক্ কোন ব্যক্তি অস্পষ্ট চন্দ্রালোকিত রাত্রে দূরে কোন ব্যক্তিকে স্থিরভাবে জড়বৎ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। অস্পষ্ট দর্শনের জন্য ঐ ব্যক্তির মনে সংশয় হবে - ইহা বৃক্ষকাণ্ড অথবা মনুষ্য (অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষোবা)। এরূপ সংশয়কে সাধারণ ধর্ম দর্শন (ঊর্দ্ধত্বাদি) জন্য সংশয় বলে। অতঃপর স্পষ্ট দর্শনের দ্বারা ঐ ব্যক্তি একে একে হাত, পা ইত্যাদি দেখতে পান। এরপর ঐ ব্যক্তির এরূপ পরামর্শ জন্মে - মনুষ্যত্বব্যাপ্য হস্তপদাদিমান্ অয়ম্ - এই বিশেষ দর্শনটি পরামর্শজন্য হয়। এরপর তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, ইহা মানুষ। ফলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে লক্ষণ চলে যাওয়ায় অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- এখন উক্ত দোষ পরিহারের জন্য যদি কেউ বলেন, উক্ত স্থলে ‘মনুষ্যত্বব্যাপ্য হস্তপদাদিমান্ অয়ম’ এই বিশেষ দর্শনজন্য পরামর্শ দ্বারা ‘ইহা মানুষ’ এরূপ অনুমিতি হয়, তবে আর অনুমিতি লক্ষণের অতিব্যাপ্ত হবে না। কিন্তু এরূপ বলা যায় না। কারণ নৈয়ায়িকগণ বলেন, অনুব্যবসায়ের দ্বারাই জ্ঞানকে যানা যায়। যদি কোন স্থলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, তবে আমি ইহা প্রত্যক্ষ করছি - এরূপ অনুব্যবসায় হয়। যদি কোথাও অনুমিতি হয়, তবে সেই অনুমিতি স্থলে অনুব্যবসায় হবে, ‘আমি ইহা অনুমান করি’ - এরূপ। আলোচ্য স্থলে, ‘আমি মানুষটিকে প্রত্যক্ষ করি’ এরূপ অনুব্যবসায় হয়। ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অথচ পরামর্শ থেকে উৎপন্ন হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- এই সমস্যার সমাধানে অন্নংভট্ট বলেন, অনুমিতির যে লক্ষণটি দেওয়া হয়েছে (পরামর্শজন্যং জ্ঞানং অনুমিতি) তা সম্পূর্ণ নয়। অর্থাৎ তাঁর মতে কেবল পরামর্শজন্য জ্ঞান অনুমিতি নয়, পরন্তু পক্ষতা সহকৃত পরামর্শজন্য জ্ঞানই অনুমিতি। 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষোবা' - এরূপ সংশয়ের পর হস্ত, পদ ইত্যাদি বিশেষ দর্শনে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তা প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং ইহা পরামর্শ হতে উৎপন্ন হলেও পক্ষতা না থাকার জন্য ইহা অনুমিতি হবে না। ফলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে পরামর্শজন্যত্ব থাকলেও পক্ষতাজন্যত্ব না থাকায় ঐ প্রত্যক্ষে অনুমিতি লক্ষণের আর অতিব্যাপ্তি হবে না।

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- এখন পক্ষতা শব্দটির অর্থ বুঝে নেওয়া দরকার। অন্নংভট্টের মতে, সাধন করার ইচ্ছার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবকে পক্ষতা বলে(সিষাধয়িষা-বিরহ-সহকৃত-সিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা)। গ্রন্থকারের মতে, সিদ্ধি থাকলে অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হতে কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক। যেহেতু সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা।
- আবার সিদ্ধি অনুমিতির প্রতিবন্ধক ঠিকই, কিন্তু যদি সিষাধয়িষা থাকে, অর্থাৎ সাধন করার ইচ্ছা থাকে তবে সিদ্ধি থাকলেও অনুমিতি হবে। তাই সিদ্ধির অভাবকে পক্ষতা বললেও ঐ সিদ্ধিতে একটি বিশেষণ (সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্টত্ব) যোগ করতে হবে। ফলে সম্পূর্ণ লক্ষণটি হবে সিষাধয়িষার অভাব বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা।

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- ন্যায়মতে যে স্থলে সিষাধয়িষার অভাব আছে, অথচ সিদ্ধি আছে সে স্থলে কখনও অনুমিতি হবে না। কেবল নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে অনুমিতি হবে।
- ১) যে স্থলে সিষাধয়িষা আছে, সিদ্ধি আছে, সে স্থলে অনুমিতি হবে।
- ২) যে স্থলে সিষাধয়িষা আছে অথচ সিদ্ধি নাই, সে স্থলেও অনুমিতি হবে।
- ৩) যে স্থলে সিষাধয়িষা নাই সিদ্ধিও নাই, সে স্থলেও অনুমিতি হবে।
- উক্ত সকল ক্ষেত্রে সিষাধয়িষা বিরহ বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব আছে, তাই পক্ষতা আছে বলে অনুমিতি হবে।

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- দাহাদি কার্যে যেমন উত্তেজক সূর্যকান্তমণির অভাব-বিশিষ্ট চন্দ্রকান্তমণির উপস্থিতি দাহের প্রতিবন্ধক, তার অভাবই দাহের কারণ। ঠিক তেমনি অনুমিতি স্থলে উত্তেজক সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধিই প্রতিবন্ধক, তার অভাবই অনুমিতির কারণ।
- সহজ কথা হল ন্যায়মতে, যে সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির জন্য একই সামগ্রী উপস্থিত থাকে, সে সব ক্ষেত্রে যদি সিষাধয়িষা না থাকে, তবে সতন্ত্রভাবে উহা কেবল অনুমিতির প্রতিবন্ধক হবে। পূর্বোক্ত সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির একই সামগ্রী থাকলেও সিষাধয়িষা না থাকায়, ইহা প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। তাই অন্নংভট্টের মতে অনুমিতির লক্ষণে পক্ষতা সহকৃত এই বিশেষণ যোগ করলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অনুমিতির উক্ত লক্ষণের আর অতিব্যাপ্তি হবে না।
-

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- উক্ত প্রশ্নের উত্তর যথাযথভাবে বুঝতে হলে প্রথমে পক্ষতা কাকে বলে জানা দরকার। অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকাটীকা গ্রন্থে পক্ষতার লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেন, ‘সিষাধয়িষা-বিরহ-সহকৃত-সিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা’ অর্থাৎ সাধন করা (সিষাধয়িষা)র ইচ্ছার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধির (সাধ্যের নিশ্চিত জ্ঞানের)অভাবকে পক্ষতা বলে। যে স্থলে সিদ্ধি নাই, সেখানে সিষাধয়িষা থাক বা না থাক, পক্ষতা থাকবে। কারণ সিদ্ধির অভাব কালে সিষাধয়িষা থাকলেও সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধি না থাকায় সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব থাকে। সিষাধয়িষা না থাকলে সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধি না থাকায় সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাব থাকে।

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- যেখানে সিষাধয়িষা আছে, সেখানে সিদ্ধি থাকলে বা না থাকলেও পক্ষতা থাকে, কারণ সিষাধয়িষা-কালে সিদ্ধি থাকলে সিষাধয়িষা-বিশিষ্ট সিদ্ধি থাকে, সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধি থাকে না। সিষাধয়িষাকালে সিদ্ধি না থাকলে সিষাধয়িষার অভাব ও সিদ্ধি না থাকায় সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই থাকে। কিন্তু যেখানে সিদ্ধি আছে, সিষাধয়িষা নাই, সেখানে সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধি আছে, তার অভাব না থাকায় পক্ষতা হবে না। এইজন্য সেখানে অনুমিতি হবে না। তাই বলতেই হবে সিষাধয়িষার অভাব-বিশিষ্ট সিদ্ধির অভাবই পক্ষতা। ইহাই অনুমিতির কারণ। আর তাই পক্ষতা সহকৃত পরামর্শজন্যজ্ঞানকে অনুমিতি বলে।

পক্ষতা নামক প্রত্যয়টির যৌক্তিক প্রয়োগ ব্যাখ্যা

- ন্যায়মতে, যে সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির জন্য একই সামগ্রী উপস্থিত থাকে, সে সব ক্ষেত্রে যদি সিষাধয়িষা না থাকে, তবে সতন্ত্রভাবে উহা কেবল অনুমিতির প্রতিবন্ধক হবে। পূর্বোক্ত সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও অনুমিতির একই সামগ্রী থাকলেও সিষাধয়িষা না থাকায়, ইহা প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক না হয়ে স্বতন্ত্রভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। তাই অন্নংভট্টের মতে অনুমিতির লক্ষণে পক্ষতা সহকৃত এই বিশেষণ যোগ করলে সংশয়োত্তর প্রত্যক্ষে অনুমিতির উক্ত লক্ষণের আর অতিব্যাপ্তি হবে না।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ